বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী

৫ জুন ২০০৪

সামুদ্রিক পরিবেশের হুমকি মোকাবেলায় আশু ও কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে, টেকসই উন্নয়নের জন্য তা ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনবে। এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপ্রাদ্য – *চাই দূষণমুক্ত সাগর-মহাসাগর*। এর তাৎপর্য হল মানুষ যেন পৃথিবীর সাগরগুলোকে আবর্জনা ফেলার সুবিধাজনক স্থান বা অফুরন্ত সম্পদের উৎস মনে না করে।

বাস্তব অবস্থা পরিষ্কার। পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরগুলো দিনদিনই অপরিশোধিত আর্বজনার পানি, বিমানবাহিত দূষণ, শিল্প বর্জ্য এবং পলি দ্বারা দূষিত হচ্ছে। সারা বিশ্বের উপকূলীয় পানিতে সার থেকে নি:সৃত বিপুল নাইট্রোজেন অক্সিজেন শূন্য "মৃত অঞ্চল" সৃষ্টি করছে। সামুদ্রিক আর্বজনার ফলে প্রতি বছর ১০ লক্ষ সামুদ্রিক পাখি এবং ১ লক্ষ সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী ও কচ্ছপ মারা যাচ্ছে। বর্তমানে বিশ্ব জনসংখ্যার ৬০ভাগের বেশি মানুষ উপকূল অঞ্চলের ৬০ কিলোমিটোরের মধ্যে বসবাস কলে, যা দিন দিন বাড়ছে, তাই এধরণের সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। বাণিজ্যিক মাছ ধরা কার্যক্রম প্রচুর পরিমাণ বেড়ে পাওয়া সত্ত্বেও, বিশ্বে সামগ্রিক মাছ ধরা কমেছে। বিশ্ব মজুদের প্রায় তিন চতুর্থাংশ মাছ তাদের পুনঃউৎপাদনের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত গতিতে ধরে ফেলা হচ্ছে।

এ সমস্যা সমাধানে জাতীয়,আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জল ও স্থল বিষয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ অতি জরুরি হয়ে উঠেছে। বর্তমানে কিছু ব্যবস্থা আছে, যেমন, স্থল ভিত্তিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষার জন্য বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা, সমুদ্র আইন বিষয়ক জাতিসংঘ চুক্তি, এবং মৎস্য বিষয়ক জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কর্ম পরিকল্পনা । তা সত্ত্বেও, বিশ্বের মৎস্য মজুদ অব্যাহতভাবে হ্রাস পাওয়া এবং সামুদ্রিক পরিবেশের ক্রমবর্ধমান দূষণ ইঙ্গিত দেয় যে এ সকল বাধ্যতামূলক বা বাধ্যবাধকতাহীন চুক্তিগুলো ভালভাবে বাস্তবায়িত ও কার্যকর করা হচ্ছে না।

দু বছর আগে টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে সরকারসমূহ বেশ কিছু সময়নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকার করে, যার ভেতর আছে, নির্বিচার মাছ ধরা বন্ধ করা, নিঃশেষিত মৎস্য মজুদ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা, সামুদ্রিক পরিবেশের নিয়মিত নিরীক্ষা করা, এবং সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকার প্রতিনিধিত্বমূলক নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করা। সর্বশেষ লক্ষ্যটি, যা ২০১২ সালের মধ্যে অর্জন করার কথা, বিশেষভাবে   গুরুত্বপূর্ণ । সামুদ্রিক আবাসের একশতাংশেরও কম স্থান সংরক্ষিত, স্থল ভাগে যা ১১.৫ শতাংশ। তারপরও সমীক্ষায় দেখা যায়, গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক আবাসগুলো যথা উষ্ণ ও ঠান্ডা পানির প্রবাল শৈলশ্রেণী, সমুদ্র পৃষ্ঠ ও ম্যানগ্রোভ রক্ষা করতে পারলে, মাছের আয়তন ও পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাবে, যার সুফল পাবে বৃহৎবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় জেলেরা।

আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সরকার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি আমার আহবান, সকল জীবনের উৎস সাগর মহাসাগরের প্রতি নবায়িত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন। আসুন, আমরা সকলে সর্বাত্মক চেষ্টা করে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের সবচেয়ে বড় উৎসকে আগামী প্রজন্মের জন্য রক্ষা করি এবং টেকসইভাবে পরিচালনা করি।

** ** **